গরীব জনসাধারণের রক্তে ধনীর মেদ বৃদ্ধি

সরকারী বাজেটে পুঁজিপতিদের আরও মুনাফা লোটার সুবিধা দান

সাধারণ মানুষকে নিরন্ন রাখার ষড়যন্ত্র

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা | শনিবার ১লা এপ্রিল, ১৯৫০, ১৮ই চৈত্র, ১৩৫৬ | মূল্য—দুই আনা

২৬শে জানুয়ারী ভারতকে রিপাব্লিক বলে ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে ভারতের জনতা এবার পূর্ণ স্বাধীনতা পেল। অর্থাৎ রিপাব্লিক ভারতের গণপরিষদ ও রাষ্ট্রের কর্মধারেরা এবার ভারতের জনসাধারণের স্বার্থ দেখবে। অথচ ২৬শে জানুয়ারীর পর নয়া ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রে জনতা দেখেছে সাধারণ মানুষকে পিষে মারার ষড়যন্ত্র। এই শাসনতন্ত্র প্রমান দিয়েছে, ইংরেজের সংগে রফা করে নেতারা যে রাষ্ট্র যন্ত্রটি দখল করেছেন, ভারতীয় দেশীয় পুঁজিবাদের পোয়া বারো হয়েছে, তারা শোষণের সর্বময় কর্তৃত্ব পেয়েছে আর সাধারণ মানুষ, মেহেন্নতী জনতা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে আছে শোষণ থেকে এতটুকু মুক্তি তারা পায়নি, বরং খাদ্যের চড়া দামে, কাপড়ের অভাবে, মাথা গোঁজার জায়গার অভাবে, বেকারীতে আর ছাঁটায়ে, অভাবে আর অভিযোগে মেহন্নতী জনতা ক্রমশই ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছে। এই রাষ্ট্র তাদের মুখের দিকে চায় না, চাইবেও না। সরকারের বাজেট একথার স্বপক্ষে আবার একটা প্রমাণ দিল। বাজেটের মোটামুটি আলোচনা করলেই এর প্রমাণ মিলবে।

পুঁজিবাদের সুবিধে

এই বাজেটে ব্যবসায়ের Profit tax তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যাদের আয় বছরে দুই লাখ টাকার ওপর তাদের আয়কর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই আয়কর কমিয়ে দেওয়ার ফলে সব চেয়ে বেশী লাভ হয়েছে বড় বড় দেশী ও বিদেশী পুঁজিবাদীরা কারণ বছরে দশ হাজার টাকার ওপর আয় মাত্র ষাট হাজার ব্যবসাদারের। তার মধ্যে আবার বছরে দেড় লাখ টাকার ওপর আয় মাত্র কয়েক শ ব্যবসাদারের। কাজেই দেখা যাচ্ছে আয়কর থেকে রেহাই পেল মাত্র হাতে গোনা যায় এমন কয়েকটি পুঁজি-বাদী। এর ফলে, কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রায় ১৪ কোটি টাকার মত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু সরকারের টাকার দরকার পুঁজিবাদকে কায়েম করার জন্যে। কাজেই, ক্ষতি স্বীকার সরকার করতে পারে না। তাই দেশজোড়া সাধারণ মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে সরকার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করলেন।

কর চাপান হল মোটা কাপড়ের ওপর, খাম পোষ্টকার্ডের দাম বড়াল, কর চাপল চা, তামাক, চিনির ওপর। এই রকম আরও অনেক কিছুর ওপর। কারণ, কোন রকমে নাকে-মুখে দুটি গুঁজে বেঁচে থাকতে হলে এই কটি নিত্য প্রয়োজন। তাই, যতই কর বাড়ানো হোক না কেন, সাধারণ মানুষকে এই জিনিষগুলি কিনতে হবে। কাজেই দেশী ও বিদেশী পুঁজিবাদীকে রেহাই দিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের খরচ তোলার জন্যে মেহেন্নতী মানুষকে আরও বেশী শোষণ করার ব্যবস্থা হল।

পুলিশ-মিলিটারী রাজ

গত বছর অর্থ-সচিবের প্রতিশ্রুতি ছিল যে পুলিশ ও সৈন্যখাতে ব্যয় ক্রমশ কমিয়ে আনা হবে। অথচ বাজেট যখন পেশ করা হল, তখন দেখা গেল গত বছরের চেয়েও এ বছরে সৈন্যখাতের ব্যয় ১০ কোটি টাকা বেড়ে গেল। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন হলে এই খাতে আরও টাকা ব্যয় করা হবে, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের খতিয়ানের শতকরা ৫২ ভাগ খরচ করা হবে পুলিশ আর সৈন্য খাতে। আর দেশকে গড়ে তোলার জন্যে অনিবার্য প্রয়োজন যে কয়টি বিভাগ অর্থাৎ স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিজ্ঞান চর্চ্চা প্রভৃতির জন্যে খরচ করা হবে শতকরা ৪ ভাগ। আজ, কোথাও যুদ্ধ নেই, তবু সৈন্য খাতে এত বরাদ্দ করা কেন হল? তার কারণ আজ মুক্তি-যুদ্ধের জোয়ার এসেছে। চীন মুক্ত, তিব্বত মুক্তির পথে, ভিয়েৎনামে শতকরা ৮০ ভাগ মুক্ত, মালয়, বর্ম্মায় যে কোনদিন প্রজ্জ্বলিত আগুন আরও বাড়তে পারে। এইসব দেশের মেহন্নতী জনতার মুক্তি লড়াইকে ঠেকাবার জন্যে কমনওয়েলথ কনফারেন্সে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে, দরকার হলে এইসব দেশে সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করতে হবে। তাছাড়া এশিয়ায় পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় ভরসা-স্থল ভারতবর্ষ। কাজেই যুদ্ধের মহড়ায় তাকে শক্ত হতে হবে। তাই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবেও দেশের অভাবী মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যকে অবহেলা করে পুঁজিবাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হোল। আর একদিকে দেশের মেহন্নতী জনতার অসন্তোষ ক্রমেই জেগে উঠছে, বাম-পন্থী নেতৃত্বের শক্তি হওয়ার বৃদ্ধি সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, আর ততই দেশী পুঁজিবাদের শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে। কাজেই, পুলিশ খাতে ব্যয় বাড়াতেই হবে বৈকী।

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

কেবলমাত্র সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের চিন্তাধারা ও কর্ম্মপন্থাই ভারতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করিতে পারে

বিভিন্ন বামপন্থীদলের কর্মীদের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারে যোগদান

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কেন্দ্রীয় অফিস হইতে সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে গত ২।৩ মাসের ভিতর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন বাম-পন্থী দলের বেশ কিছু সদস্য ঐ সব দল হইতে পদত্যাগ করিয়া সোস্যালিষ্ট ইউ-নিটি সেণ্টারে যোগদান করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যুক্তপ্রদেশের সোস্যালিষ্ট পার্টির (S. P.) গোরক্ষপুর জেলা শাখার বিশিষ্ট সভ্য এবং কিষাণ নেতা—কমরেড জলীল আহমেদ ও তাঁর সহযোগী ১৫ জন কর্মী আছেন। বিহারের কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য ও রেলওয়ে শ্রমিক নেতা কমরেড অনন্তপ্রসাদ সিং এবং বিহার আই, এন, টি, ইউ, সির সভ্য কমরেড পুরণদেও সিং, বাঙ্গলার আর, সি, পি, আই এর সভ্য কমরেড রবী বসু ও মালদহ জেলার আর, এস, পি দলের কমরেড সুবোধ দাস ও নারায়ণ রায় প্রভৃতিরা উল্লেখযোগ্য।

ইহারা নিজ নিজ দলের ভ্রান্ত নীতি ও ভুল কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া সঠিক বিপ্লবী মার্ক্সবাদী দল গড়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন ; এবং সেইজন্য সোস্যা-লিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সাথে একযোগে কাজ শুরু করেন।

লেবার রিলেসানস বিল, ট্রেড ইউনিয়ান বিল—শ্রমিক মারার ফাঁদ

কংগ্রেসী সরকার ভারতীয় পার্লামেণ্টে সম্প্রতি এক নতুন বিল উত্থাপন করছেন ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে: বিলটার নামকরণ হয়েছে লেবার রিলেসানস বিল (Labour Relations Bill) এবং এই বিলের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেখে যখন সারা দেশের গণতান্ত্রিক জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেছে তখন কার্য্যত এই বিলটিকেই নতুন নামে Trade Union Bill বলে চালানোর চেষ্টা চলেছে।

ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সংকট যত তীব্র রূপ নিচ্ছে দেশীয় ধনিক শ্রেণী ও তাদের স্বার্থরক্ষাকারী কংগ্রেসী সরকারও তত দেশের শ্রমিক শ্রেণীর উপর নিত্য নতুন হামলা চালাচ্ছে—সমস্ত অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা শ্রমিক শ্রেণীর কাঁধে চাপিয়ে দেশীয় ধনিক শ্রেণী ও সরকার এই সংকটের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। ছাঁটাই, রেসানালাইজেসান, মাইনে কমান প্রভৃতি অস্ত্র শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে। খাস সরকারী ডিপার্টমেণ্টের শ্রমিক ও কর্ম্মচারী থেকে সুরু করে, রেলওয়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্ডীন্যান্স ফ্যাক্টরী, সুতীকল, চটকল প্রভৃতি সমস্ত শিল্পে আজ লাখ লাখ শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেছে। এই বেকারী ও ছাঁটাই এর বিরুদ্ধে তাই স্বাভাবিক ভাবেই দেশজোড়া শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী রুটি ও রুজির দাবী নিয়ে এগিয়ে আসছে লড়াইয়ের পথে, সংগ্রামী রাস্তায়। ভূখা শ্রমিক, বেকার শ্রমিক, অনাহারক্লিষ্ট স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে এখন আর শুধু চুপ করে থাকতে না পেরে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করতে চেষ্টা করছে। কংগ্রেসী সরকার এ জিনিষটা ভালভাবে জানে—তাই তারা যেমন সংকটের বোঝা জনগণের কাঁধে চাপাচ্ছে—যেমন শ্রমিক শ্রেণীর রুটি ও রুজি কেড়ে নিচ্ছে সাথে সাথে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের হাতিয়ারকেও দুর্ব্বল করে দেবার চেষ্টা করছে। জনগণের অসন্তোষ ও বিদ্রোহী মনোভাবকে ভয় করে বলেই কংগ্রেসী সরকার দেশের সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো অনেক আগেই কেড়ে নিয়েছিল—রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে জর্জ্জরিত করে দিয়েছে—বিভিন্ন অর্ডিন্যান্সেও বিশেষ করে গণপরিষদে পাশ করা নতুন গঠনতন্ত্রের দ্বারা দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসী সরকার এতেও সন্তুষ্ট নয়। তারা জানে যে দেশের শ্রমিক আন্দোলন হাজার বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে গড়ে উঠবে—বিপ্লবী নেতৃত্ব সামনে আসবে। তাই শ্রমিককে শুধু ছাঁটাই করে ক্ষান্ত হয়নি—তাদের সংঘবদ্ধ দাবীর উত্তরে গুলি ও গ্যাস চালিয়ে, নেতাদের কারাগারে পাঠিয়েই সন্তুষ্ট হয় নি—নতুন অস্ত্র তৈরী করেছে যে অস্ত্রের ঘায়ে শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করা যায়, শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী নেতৃত্বকে শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়, আর সাধারণ শ্রমিকদের সরকারের বাধ্য গোলাম বানান যায়। শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করার এই অস্ত্রই হচ্ছে নতুন Labour Relations Bill (লেবার রিলেসানস বিল)। হিটলারের লেবার অর্ডার ট্রুম্যানের ট্যাফট-হার্টলি এক্টের কায়দায় কংগ্রেসী সরকারও শ্রমিক আন্দোলনের উপর চরম আঘাত হানতে যাচ্ছে এই নতুন বিলদিয়ে এক কথায় শ্রমমন্ত্রী জগজীবন রামের দেওয়া এই উপহারকে আমরা খাঁটি ফ্যাসিস্ত প্রচেষ্টা বলে অভিনন্দন করতে পারি।

এই বিলটিকে একটু সতর্ক ভাবে অনুধাবন করলেই বোঝা যায় যে শ্রমিক আন্দোলনকে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করে দুর্ব্বল করে দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই বিলটি রচিত হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার থেকে শুরু করে, ইউনিয়নের প্রতিদিনকার কার্য্য কলাপে হস্তক্ষেপ করা এবং তার প্রতিটি অধিকার কেড়ে নেওয়াই বিলটির মূল লক্ষ্য; মালিকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, ছাঁটাইএর বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করা, রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করা, দালাল সংগঠনের বিরুদ্ধতা করা—প্রভৃতি সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারই জোর করে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা বিলটির ধারায় ধারায় ফুটে উঠেছে। ১৯২৬ সালের ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন এক্টে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে মৌলিক অধিকারগুলি শ্রমিক আন্দোলনের সুবিধার্থে দিতে বাধ্য হয়েছিল ক্রমবর্দ্ধমান শ্রমিক আন্দোলনের চাপে—কংগ্রেসী সরকার সে অধিকার গুলিও কেড়ে নিয়েছে। শ্রমিক সম্বন্ধীয় আইন করে কার্য্যত শ্রমিক আন্দোলনকে জবরদস্তি করে আইনবর্হিভূত করে দেওয়া হচ্ছে। সারা দুনিয়ার গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে যে মৌলিক অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত—সংঘ গড়বার অধিকার, দলবদ্ধ ভাবে দাবী আদায়ের চেষ্টা করার অধিকার (Collective bargain), ধর্ম্মঘট করার অধিকার সবই নতুন বিলের আওতায় হরণ করা হয়েছে। এক কথায় বলা যেতে পারে আইন করে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে বেআইনী করা হচ্ছে।

ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার

এই নতুন বিল অনুযায়ী সপ্তর সৈন্য

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মধু ও হুল

শাস্ত্রে বলে অতি পাষণ্ডের উদ্ধার হলেও অকৃতজ্ঞের উদ্ধার নেই। নিমকহারামী এমনই পাপ। আর এই পাপেই না গোটা বাঙালী জাতটা ভুগছে। পশ্চিমবাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী বাংলা আর বাঙালীর কথা ভেবে ভেবে আধমরা হয়ে গেল—প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টিশক্তি যায় যায় অবস্থায়, অর্থমন্ত্রীত পরিষদে যাওয়া দূরের কথা উঠে হেঁটে চলতেই পারেন না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভদ্রলোকত অকালে প্রাণটাই দিলেন আর আর মন্ত্রীরা ছোট বড় কতই না রোগে রোজই ভুগছেন আর এত করার পরও অকৃতজ্ঞ বাঙালী কিনা মন্ত্রীমণ্ডলীর নিন্দা করে। বলে কি না, ভূগর্ভে ট্রেনচলাচল নিজে চোখে দেখে আসার নাম করে সরকারী খরচে সুইৎসারল্যাণ্ড ঘুরে এলেন চোখের চিকিৎসায়, পরিষদে না গিয়েও যখন মাইনে আর ভাতা মেলে তখন পরিষদে কষ্ট করে যাবার কি দরকার, বাঙালী খেতে পায় না আর লাখ লাখ টাকা বাজে ওড়ান হচ্ছে ইত্যাদি। এ সব কথা মিথ্যে প্রমান করার জন্যে আমাদের মৎস্যমন্ত্রী বলেছেন—বাঙালীর প্রিয়খাদ্য মাছের সমস্যা মিটে গেছে। তবুও বাঙালী মাছ খেতে পায় না একথা বললে শুনব কেন? সঙ্গে সঙ্গে হিসেবও দিয়েছেন তিনি। গত বছর তিনি জেলেদের জাল বোনার জন্যে ২৯৬৬ বেল সুতো দিয়েছিলেন, তা দিয়ে ২৪ হাজার জাল তৈরী হয়েছে এবং প্রতিজালে অন্ততঃপক্ষে ১সের ক'রে মাছ ধরা পড়েছে। সুতরাং ১লাখ ৮ হাজার মণ মাছ বেশী ধরা পড়েছে। আর ধরাই যখন পড়েছে তখন নিশ্চয়ই তা কারও না কারও পেটে গিয়েছে। অতএব বাঙালী মাছ খেতে পায়না বলা তার অকৃতজ্ঞতা আর বজ্জাতি ছাড়া কিছুই নয়। বোঝা যাচ্ছে ঘোর কলি দেখা দিয়েছে নয়ত এতবড় মিথ্যে কথা চলে।

* * *

পূর্ব্ববাংলা থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্তু পশ্চিমবাংলায় চলে আসছে তাদের যে একমাত্র লক্ষ্য না খেটে পয়সা রোজগার করা আর পশ্চিম বাংলার সহৃদয় সরকারের ভালমানুষীর সুযোগ গ্রহণ করা-সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নেই। কে না মানবে মন্ত্রীরা কখনও মিথ্যে বলেন না, তাঁদের কথা একেবারে বেদবাক্য। আর তাই যদি হয় তাহলে বিবেচনা করুন জনসংভরণ মন্ত্রীর—"আপনি লোকজনদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে অন্যায় করছেন; এর ফলে লোকজন পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় চলে আসার উৎসাহ পাবে—"এই কথা। শ্রীযুত সেনের শ্যেন দৃষ্টির তারিফ করতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গ থেকে যারা আসছে তারা বাড়ীঘর সর্বস্ব ছেড়ে চলে আসছে শুধু বিনা পরিশ্রমে খেতে পাবার আশায়; সুতরাং তারা যাতে এখানে এসে না খেতেপায় তার উপদেশ দিয়েছেন মন্ত্রী মশাই। ধন্য তাঁর বিশ্লেষণ প্রতিভা, ধন্য তাঁর দাওয়াই! এই এই রকম বুদ্ধি বিবেচনা আর মাথা না থাকলে মন্ত্রী হওয়া যায়! পশ্চিম বাংলা সরকারের Statistical বিভাগকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁরা যেন দয়া করে খোঁজ নেন মন্ত্রী মহোদয়ের বাড়ীর চারিদিকে

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

তিব্বতে ইঙ্গ-মার্কিণ ষড়যন্ত্র

বি, গুরফ্

মহাচীনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তিব্বতকে লইয়া সম্প্রতি ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী-দের প্ররোচনামূলক ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে।

তিব্বতের জনসাধারণের প্রধান জীবিকা হইল পশুচারণ। তাহারা যেদের জীবন যাপন করে। তিব্বতের ভূগর্ভে প্রচুর ধাতুসম্পদ থাকা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত উহা প্রায় ব্যবহারই হয় নাই। এমনকি তিব্বতের প্রধান নগরী লাসাতে পর্য্যন্ত শুধু একটি কুটির শিল্প রহিয়াছে। কৃষক ও পশুপালকদের মধ্যে অনেকেই মঠে ও বড় বড় সমস্ত জমিদারদের ক্রীতদাসের মত কাজ করে। এই সমস্ত জমিদার ও লামারাই হইল তিব্বতের হর্ত্তাকর্ত্তা। জমি ও পশুপাল তাহাদেরই সম্পত্তি। তিব্বতের জনগণকে তাহারা শোষণ করে।

Christian science monitor এর মত প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকা পর্য্যন্ত তিব্বতী কৃষক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে লিখিয়াছে তাহারা কভাবে পীড়িত এবং তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাসের সামিল। তাহাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার নাই।

তিব্বত চীনের অংশ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অতীতে তিব্বতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য কুওমিনটাং সরকারের উপর চাপ দিয়াছে। ওদিকে সামন্ত জমিদারের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া একবার ইহাকে একবার উহাকে ঘুষ দিয়া তিব্বতের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর সাম্রাজ্যবাদীরা তিব্বতের দিকে নজর দিতে সুরু করিয়াছে। কুওমিনটাং সরকার জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া মার্কিন মূলধনকে শুধু চীন কেন সিনকিয়াং ও তিব্বতেও কবল বিস্তার করিতে সাহায্য করিলেন। যতরাজ্যের "বিশেষজ্ঞ" "অভিযাত্রী" ও "ভ্রাম্যমানের" দল আমেরিকা হইতে তিব্বতে হানা দিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে নানা বানিজ্য শৃঙ্খলে তিব্বত আমেরিকার পায়ে বাঁধা পড়তে লাগিল। ১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মকালে নানকিং সরকারকে উপেক্ষা করিয়া তিব্বত মার্কিন অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

তিব্বতে ওয়াশিংটনের স্বার্থ শুধু অর্থনৈতিক নয়, সমরনৈতিকও বটে। আমেরিকা তিব্বতকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করিয়া মধ্য এশিয়ায় মার্কিন ধনিক শ্রেণীকে গড়িয়া বসাইতে চায় যাহার ফলে নানা প্রকার সোবিয়েৎ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া চলিবে। ১৯৪৭ সালেই জেনারেল ওয়েডমায়ার মার্কিন বৈদেশিক দপ্তরে এইধরণের এক পরিকল্পনা পেশ করেন। মার্কিন "আর্থিক ও সামরিক দাক্ষিণ্যের" বিনিময়ে আমেরিকা চাহিল তিব্বতে ও অন্যান্য স্থানে সামরিক ঘাঁটি। হংকং হইতে প্রকাশিত "হুয়ান সিধান পাও" পত্রিকায় ওয়েডমায়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা হয় যে উহা নূতন সোবিয়েৎবিরোধী এলাকা গড়িতে চায়।

কিন্তু চীনের মুক্তি বাহিনীর সাফল্যে ওয়েডমায়ারের চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিব্বতের উপর আমেরিকা এখনও আশা ছাড়ে নাই। তাই তাহারা "কম্যুনিষ্ট বিরোধিতার" ধুয়া তুলিয়াছে। ব্রিটেনের "Great Britain and East পত্রিকা লিখিতেছে যে কম্যুনিজম চীনে যতই ছড়াইতেছে তিব্বত সমস্যা ততই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে।

ইঙ্গ মার্কিন মহল আরও দেখিতেছে যে চিয়াংএর উপর নির্ভর করা বৃথাই গিয়াছে। তাই তাহারা নূতন চাল চালিবার চেষ্টা করিতেছে। তিব্বতের সামন্ত তন্ত্রী কর্তৃপক্ষকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়া তাহাদের দিয়া তিব্বতকে চীন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ার কথা চলিতেছে। সেইজন্যই গত জুলাই মাসে ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরামর্শে লাসা হইতে কুওমিনটাং প্রতিনিধিরা চলিয়া আসে। উদ্দেশ্য এইভাবে তিব্বতের "স্বাতন্ত্র" প্রতিপন্ন করা যাহাতে তিব্বত নূতন চীনের অন্তর্ভুক্ত না হয়।

কিন্তু ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই চাতুরী চীনের, গণতন্ত্রী শিবির বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। সিনহুয়া এজেন্সীর সংবাদে বলা হয়:—" ইঙ্গ মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের এই চাতুরীর লক্ষ্য শুধু যে তিব্বতবাসীকে চীনা মুক্তি বাহিনীর কল্যাণে স্বাধীনতা লাভের সুযোগ গ্রহণ হইতে বঞ্চিত করা নয়, সঙ্গে তাহাদের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ভৃত্য বানাইয়া ফেলাও বটে। এজন্য তিব্বতী প্রতিক্রিয়াশীলদের সহিত হাত মিলাইয়া তাহারা কাজ করিতেছে।"

অক্টোবরের মাঝামাঝি আমেরিকার এক প্রতিনিধি লোয়েল টামাস তিব্বত হইতে ওয়াশিংটনে ফিরিয়া যান। টমাস সাহেব মন্তব্য করেন, "তিব্বতী কর্তৃপক্ষ দেশে বিদেশী মিশন গুলিকে আমন্ত্রণ জানাইতে ইচ্ছুক।" কম্যুনিজমের ভয় দেখাইয়া আমেরিকা তিব্বতের প্রতিক্রিয়াশীলদের উপর মার্কিন "খয়রাতি" চাপাইয়া দিয়াছে। ভারতীয় সংবাদপত্র "অমৃতবাজার পত্রিকা" মন্তব্য করিয়াছে যে আমেরিকা তিব্বতকে নিজের তাঁবেদার "স্বাধীন" রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বসভায় ঢুকাইয়া লইতে চায়। এইধরণের চাতুরী অবশ্য নূতন নয়।

তিব্বতী প্রতিক্রিয়াশক্তি নিজেদের গদি অটুট রাখিবার জন্য যে কোন অপকার্য্য করিতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে জানা গিয়াছে যে মার্কিন সাহায্য লইয়া প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষ এক সশস্ত্র বাহিনী গড়িতেছে এবং লামাদের (দেশের লোকসংখ্যার শতকরা ২০ জন) অস্ত্র দিতেছে। এইভাবে গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে।

তিব্বতে ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধমুখী চক্রান্তের বিরুদ্ধে তিব্বতী গণতান্ত্রিক শক্তি বাধা দিচ্ছে। দৃঢ়প্রতি[illegible] তাহারা সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতার খেল ঘুঁটি হইতে চায়না। তাহারা স্বা[illegible] হইয়া মানুষের মত বাঁচিবার স্বপ্ন দে[illegible] তাহারা আজ ইহাও উপলব্ধি করিতে[illegible] যে দেশের উন্নতি করিতে হইলে চীনা জাতীর গণতান্ত্রিক সাফল্যের উ[illegible] নির্ভর করা চাই। দেশকে তা[illegible] সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের কবল হই[illegible] মুক্ত করিবে।

তিব্বতের বহু গণপ্রতিধি[illegible] চীনা মুক্তবাহিনীর সদর কা[illegible] আসিয়া তাহাদের অভিনন্দন জানি[illegible] ছেন। লিনসিয়া জেলা হইতে ৮০ হাজার লোকের এক প্রতিনি[illegible] গিয়াছিলেন।

তিব্বতে জনগণ একথা [illegible] করিতেছে যে সাম্রাজ্যবাদ ও কু[illegible] প্রতিক্রিয়ার পরাজয়ের ফলে [illegible] সম্বন্ধে মুক্তির পথ আজ উন্মুক্ত। তাহারা চীন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে[illegible]

[ইঙ্গমার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের সহযোগী চিয়াংকাইশেকের শোষণে সমগ্র চীনা জনসাধারণ ধ্বংসের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়েছিল। আমাদের দেশে পঞ্চাশের মন্বন্তরের মত দুর্ভিক্ষ চীনে তখন প্রত্যেক বছরেই লেগে থাকত, পথে ঘাটে ছেলে মেয়ে বিক্রী ত অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে চীনা জমিদারশ্রেণী যুবতী চীনাদের ডজন দরে কিনে নিত নিজেদের উপপত্নী হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। জনগণের মধ্যে শিক্ষা ছিল না বলিলেই হয়। একদিকে চীনের প্রভুত প্রাকৃতিক সম্পদ ও এগারটি পরিবারের সমস্ত সম্পদ শোষণ অন্যদিকে সমগ্র জনতার অচিন্তনীয় অভাব—এই হল কুয়োমিণ্টাং চীনের অবস্থা। মহাচীনের এই অবস্থার তুলনায় তিব্বতের জনসাধারণের অবস্থা আরও খারাপ। কুয়োমিনটাং ও ইঙ্গমার্কিণ শোষণের ওপর সেখানে লামাদের শোষণও আছে। এই শোষণকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সমগ্র সভ্য জগতের সঙ্গে তিব্বতের সংযোগ ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু চীনের মুক্তি ফৌজের জয় যেমন চৈনিক জনসাধারণের মুক্তি এনে দিয়েছে তেমনি তিব্বতের শোষিত জনসাধারণের মনেও মুক্তির আশা জাগিয়েছে। কিন্তু জনতার এই মুক্তি-প্রীতিকে তিব্বতের লামা সম্প্রদায় ভাল চোখে দেখতে পারে না বলেই তারা শরণ নিয়েছে ইঙ্গমার্কিণ চক্রের। চিয়াংএর আজ রক্ষা করার শক্তি নেই তাই লামা সম্প্রদায় তিব্বতকে বিকিয়ে দিতে চায় ইঙ্গমার্কিণ পুঁজিপতিদের পায়ে নিজেদের স্বার্থ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। ইঙ্গমার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরাও তিব্বতী জনতার মুক্তিস্পৃহাকে অত্যাচারের দাপটে নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই মার্কিণ ডেপুটি মিলিটারী এটাচিPerrin এবং এয়ার এটাচি Heney তিব্বতে গতায়াত আরম্ভ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ট্রেড ডেলিগেশনের যাওয়া আসা। শুধু তাই নয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য তিব্বতে সামরিক ঘাঁটী গাড়ার চেষ্টাও চলেছে। তবে এ কথাও ঠিক চিয়াং যেমন চীনা জনসাধারণের মুক্তি অভিযানকে ইঙ্গমার্কিণ জাপান জার্ম্মানের সহযোগিতায় রোধ করতে পারেনি লামারাও তেমনি পারবে না, তাদের শোষণের দিন শেষ হল বলে।

সম্পাদক—গণদাবী

হিটলারের লেবার ফ্রণ্টের দ্বিতীয় সংস্করণ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বাহিনী, পুলিস বিভাগ এবং ডোমেষ্টিক সার্ভিসে নিয়োজিত লোকদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়বার অধিকার নেই। জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ এই বিভাগগুলিতে কাজ করে—এবং তারাও অন্যান্য বিভাগের শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর ন্যায় wage-earner মানে পারিশ্রমিকের জন্য পরিশ্রম করে। কিন্তু নিজেদের চাকুরীর অবস্থার উন্নতির জন্য সংঘবদ্ধভাবে কোন প্রচেষ্টাই এরা করতে পারে না—যেহেতু তারা সরকারের ফৌজে কিংবা পুলিস বিভাগে আছে। যদিও বর্ত্তমানে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের দিনে এদের নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার আছে কিন্তু বিল অনুযায়ী সংঘবদ্ধ হবার অধিকার নেই।

অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীদেরও ইউনিয়ন গড়বার জন্য নানাবিধ বাধা নিষেধের ভিতর দিয়ে যেতে হবে; যেমন সরকারী কর্ম্মচারীদের ভেতর যাদের Civil Servant (সিভিল সার্ভেন্ট) বলা হয়েছে তাঁরা এমন কোন ইউনিয়নে যোগদান করতে পারবেন না যে ইউনিয়নে সিভিল সারভেণ্ট নয় এমন ব্যক্তিদের সভ্য করা হয়েছে কিংবা যে ইউনিয়ন নানারকম শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত ইউনিয়ন সমূহের সম্মিলিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছে। Civil Servant বলতে ২০০ টাকা সর্বোচ্চ Basic Pay যাঁরা পান তাঁদের বোঝায়।

শ্রমিক আন্দোলনকে বিপ্লবী নেতৃত্বতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য অপূর্ব কৌশলে বলে একটা ধারা আছে যাতে 'outsider' বহিরাগত মানে শ্রমিক বা কর্মচারী নয় এমন যারা বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নে আছেন এবং পরিচালনা করছেন, তাদেরকে ইউনিয়ন থেকে বের করে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। [illegible] জানেন যে আমাদের দেশের [illegible]কেরা [illegible]ত্মক রকমের ক্যাপিট্যালিষ্ট [illegible] থাকার ফলে শিক্ষা পাওয়া থাক্, [illegible] লিখতে পড়তে পারার ভাগ্য থেকেও বঞ্চিত। এমতাবস্থায় [illegible] ইউনিয়ন পরিচালনা ব্যাপারে [illegible]র লোকের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। তাছাড়া যে কোন আফিসের কর্ম্মচারী বা কারখানার শ্রমিক নিজেদের [illegible] ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের আলাপ আলোচনা করতে হয়ত খুব বেশী দক্ষতার সাথে নিজেদের দাবী প্রকাশ করতে পারে না—শুধু সঙ্কোচ নয়, ভয়ও পায়, কেননা উপরওয়ালারা এমনি অবস্থাই করে রেখেছে। আর তাছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলনের দিক থেকে ত দক্ষ নেতার প্রশ্ন আছেই। সেক্ষেত্রে ইউনিয়নে শ্রমিক নয় এমন লোক থাকার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। এ জিনিষ আমাদের দেশের কথা ছেড়ে দিয়েও, ইংলণ্ডে আমেরিকায় যেখানে সাধারণ শ্রমিকরাও মোটামুটি পড়াশুনা জানে—সে সব দেশেও টি ইউ আন্দোলনের পরিচালকেরা সবাই বাইরের লোক। সর্বক্ষণের কর্মী যে কোন ইউনিয়নে প্রয়োজন—কিন্তু আমাদের সরকারের নতুন বিলের একটি ধারায় আছে যে, যে কোন ইউনিয়নে কার্য্যকরী সমিতিতে বাইরের লোক (শ্রমিক বা কর্ম্মচারী নয়) থাকতে পারবে সমস্ত কার্য্যকরী সভ্যের এক চতুর্থাংশ কিংবা সর্বসাকুল্যে ৪ জন (এর বেশি কোন মতেই নয়); তাও আবার সরকারী কর্মচারী যাদের civil servant বলা হয়েছে (যারা ২০০ টাকা বেসিক পে পান) এমন কর্ম্মচারীদের নিয়ে গঠিত ইউনিয়নে বাইরের একজন লোকও থাকতে পারবে না। ১৯২৬ সালের ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন এক্টেও অধিকার ছিল যে কোন ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতিতে শতকরা ৫০ জন বাইরের লোক থাকতে পারবে। কিন্তু নতুন আইনে সিভিল সার্ভেণ্টদের ইউনিয়নে একজনও নয় এবং অন্যান্য ইউনিয়নে ৪ জন থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে কি ভাবে নেতৃত্বহীন করার চেষ্টা হয়েছে। আমরা ভালভাবেই জানি যে এদেশের মালিকশ্রেণী এ জিনিষটা অনেক দিন থেকেই চাইছিল। এর সম্বন্ধে Royal Commission on Labour in India মন্তব্য করেছিল যে "The demand to deal with one's own men is little else than the desire to deal with men who are not likely to prove assertive" এর উপরে অন্য কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

Registration এবং Recognition

যে কোন ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেসন নাকচ করে দেওয়া যেতে পারে যদি কখনও কোন আলাপ আলোচনার (collective agreement) নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সেই ইউনিয়ন কাজ করে কিংবা কোন চুক্তি ভঙ্গ করে—যদিও সেই চুক্তি ভঙ্গ মালিকের একগুয়েমির জন্যই হোক কিংবা ইনডাষ্ট্রীয়াল ট্রাইব্যুনালের award এর বিরোধিতা করে হোক।

সরকারী কর্ম্মচারী নয় এমন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ইউনিয়নে যদি এক বা ততোধিক civil Servant সদস্য তালিকাভুক্ত হয় এবং সেই ইউনিয়নের সাধারণ কোন সদস্য যদি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত থাকে তবে তার ফলে সেই ইউনিয়নের Registration নাকচ হয়ে যাবে। Supervisory Staff কিংবা watch and ward Dept. এর কর্ম্মচারীরা অন্যান্য বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের সহিত একযোগে ইউনিয়ন করতে পারবেন না। তার মানে যে কোন শিল্পে কিংবা সরকারী বিভাগে যেখানে বিভিন্ন Categorya Staff আছে সেখানে কোন সম্মিলিত union হতে পারবে না। এই ধারার অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের ভেতর কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দুর্ব্বল করা।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অধিকার খর্ব্ব

বিলটি বিভিন্ন দিক থেকে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার হরণ করেছে বিভিন্ন ধরণের বিধিনিষেধের সৃষ্টি করেছে।

১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন এক্টে একটি ক্ষমতা ইউনিয়ন সমূহকে দেওয়া হয়েছিল যে কোন ইউনিয়ন Trade union Registrar এর কোন কার্য্যের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে আপীল করতে পারবে। কিন্তু বর্ত্তমান বিলে সে ক্ষমতা খর্ব্ব করে বলা হয়েছে যে আপীল করতে হলে আদালতে নয় শাসন বিভাগের (erecutive) অধীনে কোন 'Prescibed authority"র কাছে করতে হবে।

১৯২৬ সালের Indian Trade Union Act. অনুযায়ী ইউনিয়ন সমূহের রাজনৈতিক ফাণ্ড (Political Fund) তৈরী করবার এবং সেই ফাণ্ড রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সফল করবার কাজে ব্যবহার করার অধিকার আছে। তার মানেই রাজনৈতিক মতামত পোষণ করা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সাহায্য করার অধিকার আইনসঙ্গত ভাবেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও দিয়েছিল; কিন্তু কংগ্রেসী সরকার এই বিলে বলেছেন যে সরকারী কর্ম্মচারীদের কারও কোন রাজনৈতিক ফাণ্ডে সাহায্য করার অধিকার নেই। এমন কি যদি কোন ইউনিয়নের (যে ইউনিয়নে বেসরকারী কর্ম্মচারীদের সাথে কিছু সরকারী কর্ম্মচারীও সদস্য আছে) কোন একজন সভ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে যে ভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলনে সাহায্য করে তবে সেই ইউনিয়নের Registration নাকচ করে দেওয়া হবে।

ধর্ম্মঘট করার অধিকার সম্বন্ধে

বিলটির সবচেয়ে মারাত্মক দিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ফ্যাসিস্ত কায়দায় ধ্বংস করার প্রয়াস পরিস্ফুট হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের ধর্ম্মঘট করার অধিকারের অংশে। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকদের দাবী আদায়ের জন্য ধর্ম্মঘটের অস্ত্র আইন সম্মতভাবে স্বীকৃত আছে। ঠিক যেমন শ্রমিকরা Collective bargain (সংঘবদ্ধভাবে দাবী আদায়ের চেষ্টা) করতে পারে তেমনি "Strike is the legal weapon in the hands of the working class and their trade unions to bargain successfully," এই গণতান্ত্রিক অধিকার শ্রমিকশ্রেণী বহু আগেই আদায় করেছে। কিন্তু আমাদের শ্রমমন্ত্রী জগজীবন রাম আমেরিকার Tapt Heartly Actএর অনুকরণে বর্ত্তমান লেবার রিলেশানস বিলে শ্রমিকদের এই হাতিয়ার হরণ করেছেন। লেবার রিলেশানস বিলে সবচেয়ে মারাত্মক ধারা হচ্ছে এই যে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এখন হতে শুধু ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করতে হইবে এই নয়—যে শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করবেন তাদের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এবং কার্য্যতঃ আইনানুমোদিত ইউনিয়নগুলিকে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গার অস্ত্র হিসাবে কাজ করতে হবে।

বিলের 6 (i) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ইউনিয়ন Registration করতে চাইবে তাকে গঠনতন্ত্রে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করতে হবে যে সভ্য ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতি হতে অনুমোদন না গ্রহণ করে কিংবা অধিকাংশ সভ্যের মত না নিয়ে ধর্ম্মঘট করবেন তার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারী একসান নেওয়া হবে। এই ধারার মানে শুধু একটি—সেখানে যত স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধর্ম্মঘট হবে ছাটাইএর বিরুদ্ধে কিংবা কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সব স্বতস্ফূর্ত্ত ধর্ম্মঘটই বেআইনী হবে এবং ধর্ম্মঘটীরা শাস্তি ভোগ করবে।

ধর্ম্মঘট করবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিলের ৯৬ ধারায় আছে যে, "শ্রমিকরা মালিকের সহিত কোন বিরোধ উপস্থিত দেখলে কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে বিরোধ জানাতে হবে এবং উত্তরের জন্য ১৪ দিন অপেক্ষা করতে হবে ; এই ১৪ দিনের পরও ধর্ম্মঘটের নোটিশের জন্য আরও ১৪ দিন সময় প্রয়োজন হবে।" তার মানে দাবীর জন্য ধর্ম্মঘট করতে হলে ১ মাসের সময় লাগবে। এর ফলে কোন পরিস্থিতিতেই Spontaneous strike কিংবা Protest strike করা যাবে না এবং মালিকের যে কোন ধর্ম্মঘটকে বেআইনী ঘোষণা করবার যথেষ্ট সময় থাকবে।

ছাঁটাইএর বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করার অধিকার কৌশলে খর্ব্ব করা হয়েছে বিলে বলা হয়েছে যে "মালিকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিকদিগকে ছাটাই করা ইনডাষ্ট্রীয়াল ট্রাইব্যুন্যাল লেবার কোর্টের আওতার ভেতর নয়।" তার মানেই ছাটাই নামক জিনিষটি শিল্প-বিরোধের পর্য্যায়ভুক্ত নয়—এবং সেই থাকবে। এই তিন বৎসরের মধ্যে কোন ধর্ম্মঘট করা চলবে না। এমন কি ৯৬ ধারায় আছে যে ৩ বৎসর ধরে award চলাকালীন সময়ে অন্য কোন বিরোধ (যার উপরে award দেওয়া হয়েছে তা নয়) উপলক্ষ্যে যদি ধর্ম্মঘট হয় তবে সে ধর্ম্মঘটও বে-আইনী।

বিলের ১১৫ ধারায় আছে যে যদি কোন শ্রমিক Labour Coart এর নির্দ্দেশিত award এর বিরোধিতা করে কিংবা কোনরকম নিয়মভঙ্গ করে তবে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা চলতে পারে এবং ৬ মাসের জেল হতে পারে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে যদি award শ্রমিকদের মনঃপূত না হয় কিংবা মালিক award অনুযায়ী না চলে তবেও শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করতে পারবে না এবং করলে বেআইনী ও ৬ মাসের জেল স্বীকার করতে হবে।

বিলের ৯৮ ধারায় পরিষ্কারভাবে সহানুভূতিসূচক Sympathetio Strikeকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। কোন ধর্ম্মঘট, যার সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির বা

এই ভাবে শুধু সমস্ত প্রকার ধর্ম্মঘট বেআইনী করাই শেষ নয় কংগ্রেসী সরকার লেবার রিলেসান্স বিলে সমস্ত জঙ্গী শ্রমিকদের হাজার রকমের শাস্তি দেবার ব্যাবস্থা করেছে। বেআইনী ধর্ম্মঘটে যোগদান করলে ৬ মাসের জেল হতে পারে এ ব্যবস্থা ত আছেই তার উপরে ১৮০ নং ধারায় বলা হয়েছে যে "যদি কোন শ্রমিক বা কর্ম্মচারী এই আইন অনুসারে বেআইনী কোন ধর্ম্মঘট শুরু করে, চালায় কিংবা অন্য কোন কার্য্য দ্বারা সাহায্য করে তবে সে মাহিনা ছুটি, বোনাস প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে মালিকের দেওয়া অংশ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হবে (ধর্ম্মঘটের দিন গুলির জন্য)।

ফলে দেখা যাবে যে যদি কোন মাসে কোন Labour Coart কোন কারখানার শ্রমিকেরা Go-slow policy গ্রহণ করেছে বলে ঘোষণা করে ত তাহলে শ্রমিকেরা সে মাসের সমস্ত মাহিনা, বোনাস, ভাতা প্রভৃতি সমস্ত হারাবে। এ ছাড়া বেআইনী ধর্ম্মঘটের

শিল্পে একটির বেশী প্রতিষ্ঠান অনুমোদন পাবেনা তাই দ্বিতীটির (খ) অপেক্ষা প্রথমটির (ক) সুযোগ বেশী এবং তৃতীয়টির (গ) অপেক্ষা দ্বিতিয়টির (খ) সুযোগ বেশী।

এই বিশেষ ধারাটির একটি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। সাধারণতঃ ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন এক্ট হতে আজ পর্য্যন্ত চলতি নিয়ম আছে যে একটি শিল্পে বা কারখানায় একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে পারে এবং তারা এক সাথেই রেজিষ্ট্রেসন এবং অনুমোদন লাভ করতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই নিয়ম করার মানেই হচ্ছে সরকারের বিশেষ প্রিয় আই-এন-টি-ইউ-সি ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার না করা।

মালিকদের সাহায্য ও অর্থপুষ্ট সরকারের করুনাপ্রাপ্ত আই-এন-টি ইউ-[illegible] কোন জায়গায় শ্রমিকদের শতকরা ১৫ জনকে সদস্য তালিকা ভুক্ত দেখান খুবই সহজ এবং এর জোরেই এরা অনুমোদন লাভ করবে। মানে হিট লারের নাৎসীলেবার ফ্রণ্টের কায়দা

ইংরেজ শাসনে শ্রমিককে দেওয়া সুবিধাও কেড়ে নেওয়া হল

জন্যেই ছাটাইএর বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করা বে-আইনী—কেননা আগেই বলা হয়েছে যে শিল্প বিরোধের পর্য্যায়ভুক্ত নয় এমন কোন ব্যাপারে ইউনিয়ন সমূহের কিছু করবার অধিকার নেই।

Victimisation বা অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়ার বিরুদ্ধেও শ্রমিকেরা কিছু করতে পারবেন না। কেননা বিলে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, "কোন শ্রমিককে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে চাকুরী হতে অপসারণ করলে তা শিল্প-বিরোধের পর্য্যায়ে আসবে না।" ইউনিয়নের নেতা কিংবা জঙ্গী শ্রমিককে অপসারণ করবার জন্য উপযুক্ত কারণ দেখান মালিকের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর নিশ্চয়ই নয়। তাই যে কোন সময়ে যে কোন শ্রমিক নেতাকে ডিসমিস করা হলে শ্রমিকেরা কিছুই করতে পারবে না।

ধর্ম্মঘট করার অধিকার আরও অনেকভাবে হরণ করা হয়েছে! যেমন Compulsory arbitration এর ব্যবস্থা এই বিলে করা হয়েছে। বিলে বলা হয়েছে যে, Compulsory arbitration-য়ে যে award বা রায় দেওয়া যাবে তা উভয় পক্ষের উপর অবশ্য প্রযোজ্য এবং এই award এর মেয়াদ ৩ বৎসর অবধি স্বীকৃতি চুক্তির কোন সম্পর্ক নেই, ঘটলে সে ধর্ম্মঘট বেআইনী। ফলে সে কোন প্রতিবাদ বা রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট এবং Sympathetic Strike বেআইনী।

ফলে দেখা গেল ছাটাই victimisation নেতাদের কর্ম্মচ্যুত করা বা জেলে দেওয়া, কর্তৃপক্ষের অন্যায় করা বিরোধ নিষ্পত্তির চুক্তি অন্যায়সঙ্গত হওয়া প্রভৃতি কিছুর বিরুদ্ধেই ধর্ম্মঘট করা চলবে না; হলে ধর্মঘট বেআইনী হবে, ইউনিয়নের অনুমোদন এবং registration নাকচ হবে, কর্ম্মীদের ৬ মাসের জেল হবে এবং আরও নানাপ্রকার লাঞ্ছনা হবে। এই ভাবেই কংগ্রেসী সরকার শ্রমিক শ্রেণীর সেরা হাতিয়ার ধর্মঘটের অস্ত্রকে অকেজো করবার ষড়যন্ত্র করেছে।

Go-Slow Policy—লেবার রিলেশানস বিলের ৯৯ ধারায় Go-Slow Policy ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে "Go-Slow Policy বলতে সেই Policy বোঝায় যার ফলে উৎপাদন শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে কমে কিংবা উৎপাদন দ্রব্যের Stāndard মান যথেষ্ট পরিমাণে খারাপ হয়।" এবং এই ধরণের পরিণতিকে বেআইনী ধর্ম্মঘট বলা হবে। এইভাবে Go-Slow Policyকে বেআইনী করা হয়েছে।

ফলস্বরূপ ৬ মাসের জেল ত আছেই।

এই ভাবে গভর্ণমেণ্ট আইন করে শ্রমিকদের লড়াইএর সব গুলি হাতিয়ার কেড়ে নিচ্ছে এবং এর পরে সরকারের ছাটাই নীতি, কম লোক দ্বারা অধিক কাজ করানোর নীতি, বিভিন্ন সুতাকল ও চটকলে ব্যাপক ছাটাই ও রেসনালাইজেসন রেলওয়ে এনকোয়ারী কমিটির সুপারিশ, এবং Job analysis বিশেষজ্ঞ ও "Time and motion study" বিশেষজ্ঞদের পরিকল্পনা গুলি শ্রমিকদের উপর জোর করে চালানোর ব্যবস্থা পাকা পাকি করা হয়েছে।

একটি শিল্পে একটি ইউনিয়ন

বিলের ৩৩নং ধারায় আছে কোন একটি কারখানা বা শিল্পের জন্যে শুধু একটিই Bargaining agent (মানে দাবীদাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট শ্রমিকদিগকে প্রতিনিধিত্ব করার সংঘ) বা ইউনিয়ন থাকবে। এই বারগেনিং এজেণ্ট হতে পারবে (ক) শিল্পের সমস্ত শ্রমিকদের শতকরা ১৫ জনকে নিয়ে গঠিত বিভিন্ন ইউনিয়ন সমূহের মিলিত ফেডারেসন (খ) বিশেষ স্থানের কারখানার সমস্ত শ্রমিকদেরপক্ষে শতকরা ৩০ জনকে নিয়ে রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন। (গ) অনুমোদিত নিয়ম অনুসারে নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীদের প্রতিনিধি। যেহেতু একটি

গঠিত INTUC এবার খুব সহ দেশের একমাত্র শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গণ্য হবে, যদিও দেশের শ্রেণী সর্বত্রই এদের দালাল প্রতি বলে আখ্যা দিয়েছে। বিলের ঐ অনুযায়ী INTUC রই একমাত্র থাকবে শ্রমিকদিগকে প্রতিনিধিত্ব তাদের তরফে মালিকের সা করা, ধর্ম্মঘটের নোটিশ দেওয়া (তারা দেবে না) এবং শ্র আই এন টি ইউ সি সমর্থন আর না করুক এদের দ্বারা কৃত মানতেই হবে।

Collecive bargai

বিলের ৮৭ নং ধারায় ব যে Collecitve bargainin Collective agreement সমস্ত শ্রমিককে মানতে হবে। চুক্তি অস্বীকার করবে ধারা অনুযায়ী ৬ মাসের হবে এবং এই চুক্তি চল ধর্ম্মঘট হলে তা বেআ (cl. 96) *

(* এ সম্বন্ধে আরও বি ও মতামত পরে দে গণদাবী)

দাঙ্গার সুযোগে বেশ কিছু টাকা কামাইয়া লওয়া

কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা ও আর, এস, এস কর্মীদের গুণ্ডামী

জোর করিয়া নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহ দখল

কথায় বলে কাহারও পৌষমাস, কাহারও সর্বনাশ। সাম্প্রতিক দাঙ্গায় তাহাই হইতেছে। অসংখ্য নিরীহ সর্ব্বস্বান্ত জনসাধারণ উদ্বাস্তু হিসাবে আসিতে বাধ্য হইতেছে নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আর তাহাদিগকে শোষণ করিয়া বেশ কিছু টাকা কামাইয়া লইতেছে তথাকথিত সেবাব্রতধারী কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা ও আর, এস, এস, ...রা। সেবার নামে চলিতেছে ...। সরকার এই সকল ব্যাপার ...নিয়াও নির্ব্বাকভাবে দেখিতেছে। ... দেখিয়াই বা উপায় কি যেহেতু ...হাদের পোষ্য সমর্থকের দলই যে ...বধা লুঠিতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সমস্ত পরিবার ...সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পশ্চিমবঙ্গে ...য়া আসিতেছে। তাঁহাদিগের নিকট ...গ্রস, হিন্দুমহাসভা ও আর, এস, এস, ...রা বাড়ী দিবার নাম করিয়া লইতেছে। প্রতি পরিবারের কাছ ...কমপক্ষে ১০০, টাকা হারে লইয়া ...ভাবে তাহারা ১০।১২টি পরিবারকে ...ত করিয়া যে কোন বাড়ী ... দিতেছে এবং দলবদ্ধভাবে ... জোর করিয়া দখল করিয়া ...। প্রথমে তাহারা বাস্তুহারা ...র স্ত্রীলোক দিগকে গৃহের ...বেশ করাইয়া দেয় পরে নিজেরা ...িয়া আসবাবপত্র প্রভৃতি বাড়ীর ফেলিয়া দিয়া নিজেদের লোক ...রে পাঠায় করে। ফলে বহু ...ক পরিবার গৃহচ্যুত হইয়া ...য়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়।

...ার বিষয় এইভাবে বহু ...র করিয়া দখল করা হইয়াছে ...স্তুহারা পরিবাররাই বাস ...বীব জনসাধারণের বাড়ী ...য়া তাহাদিগকে রাস্তায় দাঁড় ...নব নামধারী সেবাব্রতী ...চ কলিকাতা সহরে যে ...প্রাসাদ রহিয়াছে যেগুলি ...গা বলিলেই হয় অথচ ... দেওয়া হইতেছে না। অবশ্য হাত না দিবার কারণও আছে। বড় বড় বাড়ীওয়ালারা তাহাদের ভাড়াটে কে তুলিয়া দিতে অক্ষম হইয়া এই সব গুণ্ডার দলকে টাকা দিয়া তাহাদের কাজ করাইয়া লইতেছে। বর্ত্তমান ২১৪ দিন বাস্তুহারা পরিবারকে থাকিতে দিবার পর ভাড়াটে নয় এই বলিয়া আইনের জোরে সরকারী পুলিশের সাহায্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে অথবা দুইদিন পরে এইসব গুণ্ডার দল দিয়া জোর করিয়া আবার তুলিয়া দিবে। খালি বাড়ী মোটা সেলামী ও ভাড়ায় আবার ভাড়া দেয়া চলিবে। সুতরাং বাড়ীওয়ালার তাহাতে লাভ যথেষ্ট আর এই কংগ্রেসের, আর, এস, এস, ও হিন্দুমহাসভা কর্মীদের লাভ প্রচুর। এখনও বাড়ীওয়ালার কাছ হইতে টাকা মিলিতেছে, বাস্তুহারাদের পকেট কাটিবার সুবিধা হইতেছে আবার দিন কতক বাদে বাড়ীওয়ালার কাছ হইতে মিলিবে। এইভাবে টালীগঞ্জ এলাকায় এবং ওয়েলেসলি অঞ্চলে বহু বাড়ী দখল করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী সরকার বড় গলায় প্রচার করিয়াছিল গুণ্ডাদমন করিবার জন্য নিরাপত্তা বিল পাস করান হইয়াছে। ইহাদের কাহাকেও কি নিরাপত্তা বিলে ধরা হইয়াছে? অথচ অসংখ্য বামপন্থী কর্মীদের বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছে। তাঁহারা গুণ্ডাবাজী করেন নাই এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আদালতে প্রমাণও হয় নাই তবুও তাঁহাদের উপর অত্যাচার। কংগ্রেসী সরকারের কাছে জনসাধারনের হইয়া যাহারা কথা বলে, তাহারই "of bad character" খারাপ চরিত্রের; আর যে সব লোককে সমাজ খারাপ চরিত্রের বলিয়া জানে সে সব গুণ্ডার দল হইতেছে দেশভক্ত সেবাব্রতী। ভণ্ডামী আর কাহাকে বলে!

বাস্তুহারাদের প্রতি মন্ত্রীদের মনোভাব

ইহাদের খাইতে দেওয়া অপরাধ

বাস্তুহারাও ত যথাসর্ব্বস্ব লইয়া আসিয়াছে

শিয়ালদহ-ষ্টেশনে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুহারাদের আহারের ব্যাবস্থার জন্য কোন একজন পশ্চিমবাংলার জনসংভরণ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনের সহিত দেখা করিলে তিনি তাঁহাকে উপদেশ দেন—"আপনি লোকজন দিগকে খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া অন্যায় করিতেছেন; ইহার ফলে লোকজন কলিকাতায় চলিয়া আসিবার উৎসাহ পাইবে।" কি মনোভাব! থাকিলে এই ধরণের কথা বলা মন্ত্রী হইয়া সম্ভবপর তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। আর মনোভাব শুধু পশ্চিমবাংলার মন্ত্রী মণ্ডলারই নয়; কেন্দ্রীয় সরকারও কম যায় না। পণ্ডিতজী বাংলার দুঃখদুর্দ্দশায় কাতর হইয়া দুই দুই বার পশ্চিম বাংলায় পদার্পন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন; প্রধান মন্ত্রী হইয়াও বাংলার জন্য ভাববার অবসর করার জন্য তাঁহাকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হইবে কিন্তু ধন্যবাদ এই আসার জন্য না তাঁহাদের মনোগত ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার জন্য দিতে হয় তাহা বিবেচনা করিতে হয়। কোন বাস্তুহারা পরিবার দুই একটি বাক্স লইয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে, অমনি পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, তবে আবার ভাবনা কি বাস্তুহারারা যথাসর্ব্বস্ব আনিয়াছে। কোন মাহলা হয়ত পাকিস্তান সরকারের গুণ্ডাবাহিনীর হাত এড়াইয়া দুই একখানি অলঙ্কার পরিয়া আসিতে পারিয়াছেন, অমনি প্রধানমন্ত্রী বলিলেন—বাস্তুহারা তাহাদের নগদ সব কিছু আনিয়াছে। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইল—বাস্তুহারা সর্ব্বহারা নয় সুতরাং তাহাদের জন্য চিন্তা করিবার কিছু নাই। ভাবখানা এইরূপ যেন সর্ব্বহারা হইলে দেখাইতাম কিরূপ অঢেল সাহায্য করি।

নেতাদের বিশ্বঘাতকতার ফলে, ভরতবর্ষকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত করার ফলে আজ এই দুর্দ্দশা। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে জনসাধারণকে ধাপ্পা দিয়া বলা হইয়াছিল, বাসস্থান কাজ সবকিছুরই ব্যবস্থা করা হইবে। পূর্ব্বের বাস্তুহারা, সমস্যারই কোন সমাধান করার চেষ্টা হয় নাই, বর্ত্তমানে ত হইতেছেই না। দুই চারি আনা সরকারী সাহায্য দিয়া সরকার পক্ষ মনে করে তাহাদের কর্ত্তব্যশেষ হইল। রাষ্ট্র জনজীবনকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব বোধ করে না। পুঁজিবাদী স্বার্থেই দাঙ্গা বাধান হইয়া থাকে। সুতরাং ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নিকট হইতে ইহার বেশী কিছু আশা করিলে ঠকিতে হইবে। মুখে মিষ্ট কথা এবং গুলি লাঠি ও গ্যাস—ইহা ভিন্ন অন্য কিছু মিলিবে না। বাঁচিতে হইলে বাস্তুহারাদের সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। সেই সংঘবদ্ধতার উপর ভিত্তি করিয়া আন্দোলন করিয়া সফল হইলে তবে কিছু মিলিবে নচেৎ এখনকার মত অসহায় জীবনযাপন করা ভিন্ন অন্য পথ নাই।

বিহার পুলিশ কর্ত্তৃক সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কর্মী গ্রেপ্তার

মানভূম—গত ১৯শে মার্চ মানভূমে বিহার পুলিশ সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কর্মী কমরেড শিশির ঘোষকে ভারতীয় প্রেস আইনের ১৮ (১) ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়াছে; কমরেড ঘোষকে পরে জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তিনি যে সরকারী ডিপার্টমেণ্টের (ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগে চাকুরী করেন) অধীনে কাজ করেন, সেখান হইতে তাহাকে 'ডিসমিস' করা হইয়াছে।

শুনা গিয়াছে যে, বিহার পুলিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং বিহার সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের খ্যাতনামা সভ্য কমরেড প্রীতিশ চন্দের বিরুদ্ধে একটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া গত ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ধানবাদে কমরেড চন্দকে বিহার পাবলিক সেফটিমেনটেনেন্স অর্ডার এক্টে গ্রেপ্তার করিয়া যে মামলা পুলিশ ধানবাদ কোর্টে চালাইতেছিল তাহা এখনও চলিতেছে।

ধনীর স্বার্থে বাজেট রচনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিল্প-জাতীয়করণের বদলে এ্যাংলো-আমেরিকার বশ্যতা

শুধু যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা আছে, তা নয়। খাদ্যের বরাদ্দও কমানো হয়েছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে খাদ্য আমদানী হয়েছে প্রায় ৩১ কোটি টাকা, সেখানে এবারের বাজেটে মাত্র ২১ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে খাদ্য আমদানীর জন্যে। অথচ, বম্বে, মাদ্রাজ, রাজস্থানে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষের ছায়া এসে পড়েছে। খাদ্য আমদানী বন্ধ করার কথা তখনই সমর্থন করা চলে যখন দেশে খাদ্য উৎপাদন হয় যথেষ্ট। আর সে উৎপাদন বাড়াতে হলে, জমিদারী প্রথার লোপ চাই, চাষীর হাতে জমি চাই, চাষীকে ঋণ থেকে মুক্তি দেওয়া চাই, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করা চাই। সব করা দূরের কথা, সরকার সম্প্রতি জমিদারী প্রথা লোপ করবে না এই আশ্বাস দিয়েছে জমিদারদের। কাজেই খাদ্য উৎপাদনও বাড়ছে না। এই অবস্থায় খাদ্য আমদানী করা প্রয়োজন। অথচ সরকারী হিসেবে তার উল্টো দেখব। এ গেল চাষের কথা। শিল্পের বেলায় বলা হয়েছে উৎপাদন বাড়াতে। অথচ, কারখানার পর কারখানা লক-আউট করা হচ্ছে, হাজারে হাজারে ছাঁটাই হচ্ছে, মাইনে বাড়ানো দূরের কথা মাগ্গী ভাতা অনেক জায়গায় কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজ যেখানে শিল্পের প্রসার দরকার সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট শিল্পের খাতে ব্যয় কমিয়ে দিয়েছে। ১৯৪৯-৫০ সালে যেখানে বরাদ্দ ছিল প্রায় ৩৩ কোটি টাকা, আজ তাকে কমিয়ে ১৯ কোটি টাকায় আনা হয়েছে। না কমিয়েই বা উপায় কি? কারণ, শিল্প প্রসারে ভারী যন্ত্র আনার জন্যে মার্কিণের দোরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। অথচ, মার্কিন পুঁজিবাদ মার্কিণ যন্ত্র দেবে না। কারণ, এ-দেশে শিল্প জাগলে, ওদের মালের কাটতি কমে যাবে। সেই জন্যেই, আমেরিকা নিজের মত ভারতকে উপদেশ দিয়েছে কাঁচা মাল উৎপাদন করতে যাতে ওদের শোষণ বজায় থাকে। এদেশী পুঁজিবাদ একথা মানতে বাধ্য। কারণ, আজকের এশিয়া পুঁজিবাদের দিনে মার্কিণের বশ্যতা কাটিয়ে ওঠা পুঁজিবাদ বজায় রাখতে গেলে অসম্ভব। তাই শিল্প প্রসারের ব্যয় কমিয়ে মার্কিণ দাসত্ব মেনে নিয়েছে দেশী পুঁজিবাদ। আর এই একই কারণে, শিল্পকে জাতীয়করণ সে করতে রাজী নয়। অবশ্য, পুঁজিবাদে রাষ্ট্রে শিল্পের জাতীয়করণে মেহনতী জনতার কিছু আসে যায় না। সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতারা আজ বলে, শুধু ভোটের জোরে সরকার দখল করে শিল্প জাতীয়করণ করলেই সমস্যার সমাধান হবে। সোস্যালিষ্ট নেতাদের এটা ধোকা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ তাতে ছোট শিল্পপতিরা বড় শিল্পপতিদের কুক্ষিগত হয়। আর শ্রমিকদের শোষণটার ভার নেয় বড় শিল্পপতিরা। এর প্রমাণ মিলছে ব্রিটেনের লেবার সরকারের জাতীয়করণে। কাজেই, দেখা গেল, গণপরিষদের নামে, জনতার সমর্থনের নামে যে বাজেট তৈরী হয়েছে, তাতে মেহনতী জনতার এতটুকু সুবিধে হয়নি। তাতে আছে পুঁজিবাদের নিরাপত্তা। তাই ত Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries এর সাম্প্রতিক বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিড়লা গদ্‌গদ হয়ে বলেছে, "ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। শুধু যে কর কমানো হয়েছে তাই নয়, আগামী কয়েক বৎসর কর বাড়ার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই।......আপনারা এর বেশি কিছু আশা করতে পারেন না।......এই সুযোগ যদি আপনারা গ্রহণ না করেন ত আশংকা হয় আপনারা কোনদিন কিছু করতে পারবেন না।" বিড়লার এই কথা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় এই বাজেট কাকে সুবিধে দিচ্ছে।

আজ মেহনতী জনতাকে বুঝতে হবে, এই রাষ্ট্র তাদের নয়। এই রাষ্ট্রের কাছে সুখসুবিধা আশা করা বাতুলতা। কারণ, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পুঁজিবাদকেই বাঁচিয়ে রাখবেই। সেটাই একমাত্র সত্য। কাজেই, মেহনতী জনতার মুক্তির জন্যে তার নিজের রাষ্ট্র গড়তে হবে, যা করেছে সোবিয়েতের, চীনের, নয়া-গণতান্ত্রিক দেশের মেহনতী জনতা। ভারতের শোষিত জনতাকে আজ চিনে নিতে হবে সোস্যালিষ্ট পার্টির ধোঁকাকে, কংগ্রেসী সরকারের মুখ-সর্ব্বস্বতাকে, আর উগ্র বামপন্থাকে। আজ তাকে চিনে নিতে হবে সঠিক নেতৃত্বকে, শ্রমিকের নিজের দলকে। আর সেই সঠিক নেতৃত্ব দিচ্ছে শ্রমিক-চাষীর নিজের দল সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার।

মানভূম বামপন্থী মিলন

সংযুক্ত সমাজবাদী সভা গঠিত

গত ২২শে মার্চ্চ ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চলের কাৎকেইন নামক স্থানে বিভিন্ন বামপন্থী দলের প্রতিনিধিদের একটি সভা হয়। সভায় ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার, আর-এস-পির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় কমরেড প্রীতিশ চন্দ দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বামপন্থী মিলনের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া মন্তব্য করেন যে যদি ভারতের অন্যতম শিল্পাঞ্চল কয়লা খনি অঞ্চলের শ্রমিক-শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করিতে হয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করিতে হয় তবে বিভিন্ন বামপন্থী দল যাহারা সত্যিই সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত তাঁহাদের একত্রে কাজ করিতে হইবে। এবং এই জন্যই সংযুক্ত সমাজবাদী সভার শাখা প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

এই অনুসারে সভায় সংযুক্ত সমাজবাদী সভার স্থানীয় অস্থায়ী সমিতি গঠিত হয়। সমিতিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফে আছেন কানাই পাল এবং সত্য সেন, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের তরফে আছেন কমরেড গগন পট্টনায়েক এবং কমরেড এস, ব্যানার্জি, আর, এস, পির তরফে রাণা ব্যানার্জি ও অশোক।

মধু ও হুল

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ষাঁড়ের গতায়াত বেড়েছে কিনা। একমাত্র ষণ্ডদেবতার গোময়েই এরকম সারবান মস্তিষ্ক হওয়া সম্ভব।

* * *

হায়দরাবাদের এককালের প্রধানমন্ত্রী লায়েক আলী সাহেব পালিয়েছেন, এতে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যরা নানা জনে নানা প্রশ্ন করেছেন। তাঁদের এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে এতে তাঁরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। অথচ এতে যে ভাবনার কি আছে তাত বুঝিনা; বরং তাঁকে রাজপ্রাসাদে বসিয়ে বসিয়ে রাজভোগ খাওয়াতে যে খরচা হচ্ছিল সেটা ত বাঁচল। এর জন্যে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আর শুধু কি তাই? যে লোকদেখান বিচারের প্রহসন চলছিল তার ফলাফল ত অনেক আগেই জানা হয়ে গিয়েছে। স্বয়ং নিজাম যখন নিজামী করছেন তখন তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারী লায়েক আলী বেচারী ত বেকসুর মুক্তি পেত। সেটা তাড়াতাড়ি হলে লোকে ভয়ানক গালাগালি দেবে তাই না বিচারের এত টালবাহনা চলছিল। এখন শুধু বলার রইল হুঁ, থাকলে দেখিয়ে দিতাম, ফাঁসিতে লটকিয়ে মারতাম। লোকেও ভাববে, তা বটে, তা বটে। লায়েক আলীও ছাড়া পেল, নামও রহিল। যদি এতে কোন কংগ্রেস কর্মীর দুঃখ হয়ে থাকে ত কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী প্রতিদিনে ১০।১২ জন করে হায়দরাবাদ বাসাকে নিহত করে সে দুঃখ দূর করার ব্যবস্থা করবেন। বেঁচে থাকুক নিজাম লায়েক আলী-রাজকার-বিরোধী হায়দরাবাদ জনতা জিইয়ে রাখা বলির পাঁঠার মত তাদের বিনা বিচারে সামরিক আইনে সুবিধামত ফাঁসিতে লটকান যাবে। লোক মারার তৃপ্তিটা মিটবে, 'জয় জয় রঘুপতি রাঘব' মাহাত্ম্য প্রচারের সুযোগও মিলবে। এমন ইহলৌকিক আনন্দ ও পারলৌকিক কর্ত্তব্য একসঙ্গে বড় একটা জোটে না।

শোষিত মেহনতকারী জনতার
একমাত্র সাপ্তাহিক
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হিন্দি মুখপত্র
হামারা পথ
কার্য্যালয় :—৪৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

২৪শে এপ্রিল এস, ইউ, সি, দিবস পালন করুন

দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র পথ সাম্যবাদী আন্দোলনের সফলতা

একমাত্র সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারই সঠিক সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারক ও বাহক

আগামী ২৪শে এপ্রিল সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের জন্মদিবস। ভারত-বর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এস, ইউ, সির প্রতিষ্ঠা এক বিশিষ্ট ঘটনা। ভারতে যখন মার্কসবাদ লেনিনবাদের নামে একদিকে পচা সংস্কারবাদী অন্যদিকে পেটি বুর্জ্জোয়া রোমাণ্টিসিজম চিন্তাগত ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, সাম্যবাদের নামে সাম্যবাদী ও বিশ্ব-সাম্যবাদী শিবিরকে দুর্ব্বল করিয়া দিতেছিল এবং নগ্ন কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদ ও প্রচ্ছন্ন ফ্যাসিবাদী শক্তি সোস্যালিষ্ট পার্টির শক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছিল তখন একমাত্র এস, ইউ, সি তাহার বলিষ্ঠ চিন্তাপদ্ধতি জনসমক্ষে প্রচার করিয়া মার্কসবাদকে সমস্ত রকম সুবিধাবাদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। আদর্শগত সংগ্রামের সাথে সাথে যাহাতে উপযুক্ত আন্দোলনের মারফৎ দেশে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে যোগ্য সময়ে গণ-অভ্যুত্থান গড়িয়া উঠে তাহার অস্ত্র হিসাবে গণকমিটি গড়িয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। এই নির্ভুল চিন্তা ও কর্ম্ম-পদ্ধতির ফল হিসাবে ভারতবর্ষের অন্যান্য দলগুলি যখন ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইতেছে তখন সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার শুধু নিজের অবস্থা অক্ষুন্ন ও অটুট রাখে নাই বিভিন্ন প্রদেশে তাহার শক্তি রীতিমত বর্দ্ধিতও করিয়াছে। ইহা কমরেডদের কম কৃতিত্বের কথা নয়। তাই প্রতিটি কমরেডের কাছে অনুরোধ তাঁহারা অধিকতর দৃঢ় সহকারে এইবার-কার জন্মদিবসের কর্ম্মতালিকা পালন করিয়া এস, ইউ, সির সাংগঠনিক শক্তিকে দুর্জ্জয় করিয়া গড়িয়া তুলুন। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার জিন্দাবাদ।

'মৌভাণ্ডার কপার করপোরেশনের' মজদুরদের উপর জুলুম

আই, এন, টি, ইউ, সির নেতাদের কোম্পানীর সাথে মিতালী

ট্রাইবুনাল রায় অনুযায়ী বয়লার হাউসের মজুরদের "হট্ বোনাস" কোম্পানী দিতে অস্বীকার করিলে মজুর-গণ মজদুর ইউনিয়নের সাহায্য চায়, কিন্তু কোম্পানী ইউনিয়নের সাথে একমত না হওয়ায় মজুরগণ (বয়লার হাউসের) ৭ই মার্চ্চ কারখানায় গিয়া কাজ বন্ধ করেন। ফলে তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক কারখানা হইতে বহিস্কৃত করা হয়। ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট নারায়ণ মুখার্জী (I. N. T. U. C.) টাটা হইতে ফয়সলা করিতে আসিয়া কোম্পানীর সাথে হাত মিলাইয়া বলেন যে, যে সমস্ত মজুর ইউনিয়নের সম্মতি না লইয়াই এরূপ ধর্ম্মঘট করিয়াছে আমরা তাহাদের কোনরূপ দায়িত্ব লইতে পারিব না। আই, এন, টি, ইউ, সি নেতা, মজুরদরদী সাজিতে গিয়া আজ মজুরদেরই বিপক্ষে হাত মিলাইয়া মজুর-দের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিলেন। ধর্ম্মঘটী মজুরদের চার্জ্জসীটে দোষী সাব্যস্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কোম্পানীর সঙ্গে হাত মিলাইয়া বন্ধুত্বের খাতিরে জেনারেল ম্যানেজারকে ধর্ম্মঘটী মজুরদের ডিসচার্জ্জ করার সম্মতি দেন। সেই উপদেশে এবং স্বার্থের খাতিরে জেনারেল ম্যানেজার ৮ জনকে ডিসচার্জ্জ এবং ২২ জনকে সাসপেণ্ড করেন। ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জনও একই পথের পথিক হইয়া কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়া নির্ব্বিঘ্নে চুপচাপ আছেন। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতায় ম্যানেজার তথা কোম্পানীর চাপে ভয়ে ৭ দিনে ২৮ জন মজদুর কাজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। বহু দিন যাবৎ কোম্পানী দিনের পর দিন মজুরদের উপর জুলুম ও হুকুম চালাইয়া আসিতেছে। ক্রমে আই, এন, টি, ইউ, সির ফ্যাসিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের নগ্নরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। তাই আজ মৌভাণ্ডারের মজদুররা "সাচ্চা ইউনিয়ন" বা "জঙ্গী ইউনিয়ন" গড়িবার প্রচেষ্টা করিতেছেন।

কংগ্রেসী সরকারের বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীর বীরত্ব

প্রচারের জন্য মাসিক ৫০,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ

জনতার শিক্ষা, খাদ্যখাতে ব্যয় হ্রাস

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর তৎকালীন ভারতের ইংরাজ সরকার একটি প্রস্তাব এই মর্ম্মে নেয় যে, ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনী সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে বীরত্ব (?) পূর্ণ সংগ্রাম করিয়াছে তাহার ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। ইহারই পরিণতি হিসাবে একটি যুদ্ধ-ইতিহাস-দপ্তর খোলা হয়; এক ইংরাজ পুঙ্গবকে তাহার ডিরেক্টর পদে মনোনয়ন করাও হয়। এই দপ্তরের জন্য মাসিক খরচ লাগে ৫০,০০০ টাকা। ১৫ই আগষ্টের পর নেতাদের হাতে দেশ শাসনের ভার আসিলেও, এই বিভাগটি উঠিয়া যায় নাই। শুধু সাহেব কর্ম্ম-কর্ত্তাটির বদলে একজন ভারতীয় কর্ম্মকর্ত্তা বসিয়াছেন, এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমানে ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর বীরত্বের ইতিহাস রচিত হইতেছে। ইংরাজ সৈন্যের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য লড়ায়ের ইতিহাস রচিত হউক তাহাতে ভারত-বাসীর কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। তবে তাহার জন্য মাসিক ৫০,০০০ টাকা করিয়া যদি নিরন্ন দুঃস্থ ভারতবাসীকে জোগাইতে হয় তাহা হইলে অবশ্যই ভারতবাসী প্রতিবাদ করিবে।

ইংরাজ শাসনের জুলুম ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে টের পাইয়াছে; অসংখ্য প্রাণাহুতি দিতে হইয়াছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যুপকাষ্ঠে। এমন কি, মাতা ভগ্নিদের সম্মান পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য বাহিনীর অত্যাচারে,—এক কথায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস ভারতবাসীর বুকের রক্তের ইতিহাস, মা-বোনের অবমাননার ইতিহাস। সেই কলঙ্কময় অত্যাচারের ইতিহাসকে কংগ্রেসী সরকার দেশজোড়া জনতার বুকের রক্তে অর্জ্জিত কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া গৌরবোজ্জ্বল বলিয়া প্রমাণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। যে প্রধান মন্ত্রীর হিংসার গন্ধের অজুহাতে দেশের প্রথম বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরামের মর্ম্মর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিতে আপত্তি হয়, তাঁহার কিন্তু, ব্রিটিশ সামরিক অফিসার ও সৈন্যদের জঘন্যতম ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল হিসাবে বর্ণনা করিতে বাধে না! ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে ইহা লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। তবে, এ লজ্জা জনসাধারণকে বেশীদিন বহন করিতে হইবে না, ইহাও ঠিক। জনতার স্বার্থ পদদলিত করিয়া সমগ্র দেশবাসীর অপমান করিয়া শাসন করা বেশীদিন চলে না। কংগ্রেসী সরকারের দিন ফুরাইয়াছে। জনতা জাগিতেছে। তাহার সবল পদাঘাতে সমস্ত অপমান ও অত্যাচারের দুর্গ ভাঙ্গিয়া ধূলার সহিত মিশিয়া যাইবে।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।